BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 12(17 & 18), 2016: 141-145
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

Review Article

ঈসা আ.-এর পুনরাগমনঃ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা

(সূত্রঃ লোকপ্রশাসন ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক, অধ্যাপক আব্দুন নূর, *বাংলাদেশ জার্নাল অব ইসলামিক থ্যট*, ভলিয়ম- ৮, সংখ্যা- ১১, পৃষ্ঠা- ১, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১২)।

Reviewer: ড. মুহাম্মদ এনামূল হক, সহকারী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, E-mail: mehanubd@gmail.com

সারসংক্ষেপ

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে খ্রিষ্ট সন গণনা করা হয় ঈসা আ.-এর জন্ম তারিখ থেকে। আর সেটা মহা গ্রন্থ আল কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ এবং ঐতিহাসিকভাবে সকলের নিকট গ্রহণীয়। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহ এ মতের সঙ্গে একমত যে ঈসা আ. ইন্তিকাল করেন নি, তাঁকে শূলেও চড়ানো হয় নি, বরং তিনি চতুর্থ আকাশে রয়েছেন। তবে কোনো কোনো আলেম এর বিপরীত মতামত প্রকাশ করেছেন। যা কোনো ক্রমেই গ্রহণীয় নয় বিধায় বিষয়টি পর্যালোচনার দাবিদার। সবার পূর্বে আমরা দেখব আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.

এবং 'আল্লাহর রসুল মারইয়ামের সন্তান ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি' বলার জন্য, অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধাঁয় পতিত হয়েছিল। আর তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি। আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ইমান আনবে না; এবং কিয়ামত দিবসে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে (কুরআন, ৪: ১৫৭-১৫৯)।

ভূমিকা

ইহুদিরা আল্লাহর রসুল ঈসা আ.-কে হত্যার পরিকল্পনা করে এবং তারা সর্বশেষ চেষ্টাও চালায়। কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করতে পারে নি ফলে তিনি মৃত্যু বরণও করেন নি, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে পৃথিবী থেকে

জীবিত উঠিয়ে নিয়ে চতুর্থ আকাশে রেখেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে আসবেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে এ পৃথিবীতে তাঁর মৃত্যু হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}.

> আর তারা (কাফিরেরা) ষড়যন্ত্র করেছিল ফলে আল্লাহও কৌশল করলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। যখন আল্লাহ বললেন: হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে তন্দায়াছন্ন করব ও তোমাকে আমার দিকে উত্তোলন করব এবং অবিশ্বাসকারীদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত করব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব (কুরআন, ৩: ৫৪-৫৫)।

আল্লাহর রসুল ঈসা আ. কিয়ামতের পূর্বে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং খালেসভাবে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহবান করবেন। ইমাম বুখারি রহ. স্বীয় হাদিস গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, রসুল সা. বলেন:

> যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ! অতিসত্বরই তোমাদের মধ্যে ইব্ন মারইয়াম আ. অবতরণ করবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করতে কেহ সম্মত হবেনা। একটি সাজদাহ করে নেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় জিনিস হতে প্রিয়তর হবে'। অতঃপর হাদিসটির বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ রা. বলেন: 'তোমরা ইচ্ছা করলে وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا এ আয়াতটি পাঠ কর (সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৪৪৮)।

এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈসা আ. ইন্তিকাল করেন নি, বরং তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় চতুর্থ আকাশে রয়েছেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় তিনি কিয়ামাতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

ঘটনার অবতারণা এবং এর যথাযথ বিশ্লেষণ

বিআইআইটি কর্তৃক প্রকাশিত একাডেমিক গবেষণা পত্রিকা- বাংলাদেশ জার্নাল অব ইসলামিক থ্যট (বিজেআইটি)'র ভলিয়ম- ৮, সংখ্যা- ১১, পৃষ্ঠা- ১, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১২ সনে প্রকাশিত 'লোকপ্রশাসন ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক' শীর্ষক প্রবন্ধটির বেশ কিছু বিষয় আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে এবং একজন একাডেমিশিয়ান হিসেবে সে বিষয়গুলোতে প্রবন্ধটির সন্মানিত লেখকসহ জার্নাল কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এ প্রবন্ধে সম্মানিত লেখক সন গণনার সম্পর্ক বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন: 'আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সাল মানে, খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্টের মৃত্যুর দুই হাজার তের শতক আটাশ দিন পর (পৃ. ১)'।

ইলেকট্রিকের সংস্পর্শ যেমন মুহূর্তেই মৃত্যু ঘটায়, তেমনি কিছু কথা রয়েছে যা বলামাত্র ইমান চলে যাই। অনুরূপ এই কথাটিও: '...যীশুখ্রিষ্টের মৃত্যুর পর...'। কারণ ঈসা আ.-এর মৃত্যু হয়নি, তিনি জীবিত রয়েছেন। যা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 'আর তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শূলে চড়িয়েছে'। সুতরাং তাঁর বাণীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে ইমান চলে যাওয়ার কথা। অথচ উক্ত প্রবন্ধে তা প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে সম্মানিত লেখক 'লোকপ্রশাসন ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক' লিখতে গিয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল মহাদেশের পণ্ডিতগণের মতামত উল্লেখ করে লিখনীটি দুনিয়াবী নিয়মে সুন্দর করে তুলেছেন। তবে কিয়ামত পর্যন্ত মদিনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকপ্রশাসক রসুল সা.-এর আদর্শের কথা উল্লেখ করেন নি। যদিও তিনি উক্ত পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় বলেছেন: উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিবাহ ও পরিবার হবে সমাজ গঠনের ভিত্তি এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা সন্তানের কর্তব্য (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ২২-৩৭)। এখানে তিনি ২২-৩৭ প্রায় ১৬টি আয়াতের একটি আয়াতেরও অনুবাদ বা ব্যাখ্যা বা ভাবার্থ উল্লেখ করেন নি। শুধু তাই নয়, ইসলামি আদর্শ যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাও বলেন নি, বরং বলেছেন: শুধু ইসলাম ধর্মে নয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেও পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন সন্তানদের পূণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত। আমি মনে করি একজন মুসলিম লেখকের উচিৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের উল্লেখ করে তার প্রাধান্য দেয়া।

বিআইআইটি একটি ইসলামিক প্রতিষ্ঠান এবং আমার জানা মতে বিআইআইটি কর্তৃক প্রকাশিত এ পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রসার। কোনো ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেয়া নয়। প্রবন্ধটির লেখকও একজন বিজ্ঞ অধ্যাপক। তাঁর এরূপ ভুল হওয়ার কথা নয়। তবু যেহেতু প্রকাশিত এ প্রবন্ধে এ অসঙ্গতিগুলো রয়েছে সেহেতু সেগুলো কুরআন ও হাদিসে আলোকে যথাযথভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার দরকার। ফলে পাঠক সমাজে এ নিয়ে তৈরি হওয়া সংশয় দূর হবে এবং সন্মানিত লেখকও বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

পূর্ণ ঘটনা এই যে, যখন আল্লাহ তাআলা ঈসা আ.-কে নবিরূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বড় বড় মু'জিযা প্রদান করেন, যেমন জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দেয়া, মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখি তৈরি করে তার ভিতর ফুঁক দিয়ে তাকে জীবন্ত পাখি করে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। তখন ইহুদিরা অত্যন্ত কুপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায় ও সব ধরনের কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। তারা তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলে। কষ্টের মাত্রা এমনি হয়ে উঠে যে, কোনো গ্রামে একাধারে ক'দিন নিরাপদে অবস্থানও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। সারা জীবন তিনি মায়ের সঙ্গে জঙ্গলে ও প্রান্তরে ভ্রমণরত অবস্থায় কাটিয়ে দেন। তথাপিও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। সে যুগের দামেস্কের বাদশাহর নিকট তিনি গমন করেন। সে বাদশাহ ছিল তারকা পূজক। সে সময় ঐ মাযহাবের লোকদের 'ইউনান' বলা হত। ইহুদিরা এখানে এসে ঈসা আ.-এর বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করে। তারা বলে, 'এ লোকটি বড়ই বিবাদী। সে জনগণকে বিপথে চালিত করছে। প্রত্যহ নতুন নতুন গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে ও শান্তি ভঙ্গ করছে। সে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে'। যার ফলে বাদশাহ বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত স্বীয় শাসনকর্তার নিকট নির্দেশনামা প্রেরণ করেন যে, সে যেন ঈসা আ.-কে গ্রেফতার করে শূলে চড়িয়ে দেয় এবং তাঁর মস্তকোপরি কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং এভাবে জনগণকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে। বাদশাহর এ

নির্দেশনামা পাঠ করে ঐ শাসনকর্তা ইহুদিদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ঘরটি অবরোধ করে যেখানে ঈসা আ. অবস্থান করছিলেন এবং ঈসা আ.-এর উপর তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা ছেয়ে যায়। ঐ অবস্থাতেই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় (তাফসীর ইবনে কাসির, পৃ. ২২০, ১৪০২ হি./১৯৮১ খ্রি.)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

> হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে তন্দায়াছন্ন করব ও তোমাকে আমার দিকে উত্তোলন করব (সুরা আলে ইমরান, ৩: ৫৫)।

ইহুদিদের এক লোক সে ঈসা আ.-কে চিনিয়ে দেয়ার উদ্দেশে ওই ঘরে প্রবেশ করে তখনই ঈসা আ.-কে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং স্বয়ং তারই আকার ঈসা আ.-এর মতো হয়ে যায়। কাজেই লোকেরা তাকেই ধরে নেয়। সে বহুবার চীৎকার করে বলে– আমি ঈসা আ. নই। আমি তো তোমাদের সঙ্গী। আমিই তো ঈসা আ.-কে চিনিয়েছিলাম। কিন্তু তা শুনবে কে? শেষে তাকেই শূলে বিদ্ধ করা হয়।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খ্রিষ্টানদের একটি নির্বোধ দলও ইহুদিদের সুরে সুর মিলিয়ে দেয়। শুধুমাত্র যারা ঈসা আ.-এর সঙ্গে ঐ ঘরে উপস্থিত ছিল এবং তারা নিশ্চিতরূপে জানতো যে, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর পরীক্ষা যা তাঁর পূর্ণ নৈপুন্যের পরিচায়ক। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ অপপ্রচারকে প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করেন এবং স্বীয় রসুল ও নবি মুহাম্মাদ সা.-এর মাধ্যমে তাঁর পবিত্র ও সত্য ঘটনাটি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে না কেহ ঈসা আ.-কে হত্যা করেছে, না তাকে শূলে দিয়েছে। বরং যে ব্যক্তির আকার তাঁরই আকারের ন্যায় করে দেয়া হয়েছিল তাঁকেই তারা ঈসা আ. মনে করে শূলে দিয়েছিল। যেসব ইহুদি ও খ্রিষ্টান ঈসা আ.-এর নিহত হওয়ার কথা বলে থাকে তারা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের নিকট না আছে কোনো দলিল, না তাদের আছে সে সম্পর্কে কোনো জ্ঞান। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তাদের এ বিষয়ে কোনোই জ্ঞান নেই। এ জন্যই আলাহ তাআলা এরই সাথে আবার বলে দিয়েছেন: ঈসা আ.-কে কেহ যে হত্যা করেনি এটা নিশ্চিত কথা বরং পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাফসীর ইবনে কাসির-এর বর্ণনা হচ্ছে:

> ঈসা আ.-এর মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী হবেন। ঈসা আ. ভূপৃষ্ঠে আগমন করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন সমস্ত মাযহাব উঠে যাবে। শুধুমাত্র দ্বীন-ইসলাম অবশিষ্ট থাকবে, যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম আ.-এর সুদৃঢ় দ্বীন (তাফসীর ইবনে কাসির, পৃ. ২২০)।

ইব্ন আব্বাস রা. বলেন যে مَوْتِه -এর ভাবার্থ ঈসা আ.-এর মৃত্যু। আবু মালিক রহ. বলেন যে, যখন ঈসা আ. অবতরণ করবেন তখন সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ইমান আনয়ন করবে। ইব্ন আব্বাস রা.-এর দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে যে, বিশেষ করে ইহুদি একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর শপথ! ঈসা আ. চতুর্থ আকাশে জীবিত বিদ্যমান রয়েছেন। যখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করবেন তখন একজনও এমন আহলে কিতাব অবশিষ্ট থাকেব না যে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেনা। তাঁকে এ আয়াতের তাফসির জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

> আল্লাহ তাআলা ঈসা আ.-কে চতুর্থ আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তাঁকে পুনরায় পৃথিবীতে এ হিসাবে প্রেরণ করবেন যে, ভালোমন্দ সবাই তাঁর উপরে ইমান আনয়ন করবে (তাফসীর ইবনে কাসির, ১৪০২ হি./১৯৮১ খ্রি.)।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আরাফা হতে আসার সময় রসুল সা. সাহাবিদের এক মাজলিসের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। সে সময় সেখানে কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তখন তিনি বলেন:

> 'যে পর্যন্ত দশটি ব্যাপার সংঘটিত না হবে সে পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। (১) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। (২) ধূয়া নির্গত হওয়া। (৩) 'দাব্বাতুল আরযের' বের হওয়া। (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটা। (৫) ঈসা ইব্ন মারইয়াম আ. আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া। (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব। (৭) জমিনের তিন জায়গা ধ্বসে যাওয়া। (৭ক) পূর্বে (৮খ) পশ্চিমে (৯গ) আরব উপদ্বীপে এবং (১০) আদন হতে একটা আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করবে। ওটা (আগুন) রাতও তাদের সাথে অতিবাহিত করবে। যখন দুপুরের সময় তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে তখনও এ আগুন তাদের সঙ্গেই থাকবে' (ইবন হাম্বাল, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি. এবং আলতিরমিযী, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.)।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা প্রতীয়মান হলো যে, ঈসা আ. ইন্তিকাল করেন নি। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি দুনিয়াতে পুনরায় আগমন করবেন। দিশাহারা মানব সমাজকে দেখাবেন সঠিক পথ।

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআন

মুহাম্মাদ আলী আল সাবূনী (সংক্ষেপ ও তাহকীক করণে), সংক্ষিপ্ত তাফসির ইবন কাসীর, প্রকাশক: দারুল কুরআনিল কারীম, বৈরুত, লেবানুন, ছাপা: সপ্তম, ১৪০২ হি./১৯৮১ খ্রি., খণ্ড: ৩।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল: মৃ: ২৪১ হি., মুসনাদ আহমাদ, প্রকাশক: মুওয়াসসেসাতু আলরিসালা, প্রথম প্রকাশ: ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.।

ইমাম মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আলনিসাবূরী: মৃ: ২৬১ হি., সহিহ মুসলিম, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, প্রকাশক: দারু ইহয়া আলতুরাস আল আরাবী: বৈরুত, লেবানুন, খণ্ড: ৫।

অনুরূপ: মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আবু ঈসা আল তিরমিযী- মৃ. (২৭৯), আলজামে'সুনানু আলতিরমিযী, তাহকীক ও তা'লীক: আহমাদ শাকের, প্রকাশক: শারেকাতু মাকতাবা মুস্তাফা আলবাকী, আলহালাবী, মিসর, দ্বিতীয় সংস্কারণ: ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি., খণ্ড: ৫।